পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

৩১শে জৈষ্ঠ, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই জুন, ১৯৭৮ ইং : ৮ই রজব ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই জুন ১৯৭৮ ইং | ৩১শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'জিহাদ ও তহার গুরুত্ব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
০ অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
০ জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯
০ কায়রো-বিতর্ক (মুসলিম বনাম খৃষ্টান)	মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	১৩
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাযিঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
০ মসীহ্‌র কবরে	(আলহাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	২৩
০ হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌র ইউরোপ সফর কালের কল্যাণময় কর্ম তৎপরতা	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৫
০ লণ্ডনে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সাফল্য	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৭

প্রখ্যাত আহমদী বৈজ্ঞানিক প্রফেসার ডঃ আব্দুস সালাম নূতন উচ্চ সম্মানে ভূষিত

আমেরিকায় তাঁহাকে "জন টুরেন্সে ষ্টেট ম্যাডেল" প্রদান

ইসলামাবাদ, ৩০শে মে—প্রখ্যাত পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিক ডঃ আব্দুস সালামকে আমেরিকান ইনিষ্টিটিউট অফ ফিজিক্স-এর পক্ষ হইতে সর্বসম্মতভাবে "জন টুরেন্স ষ্টেট ম্যাডেল" পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনি হইলেন চতুর্থ বৈজ্ঞানিক, যিনি এই বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত হইলেন।

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহকে থিউরিটিক্যাল ফিজিক্সের নবতর জ্ঞানের সহিত পরিচিত করাইবার এবং সেখানে উহা সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে ডঃ সালাম যে অসাধারণ প্রশংসাযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন উহার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে এই উচ্চ সম্মানের জন্য নির্বাচিত করা হইয়াছে। অহাইউ ষ্টেটের কোলম্বাস শহরে আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য Annual Corporate Associate Meetting-এ আমেরিকান ইন্সিটিটিউট অফ ফিজিক্স-এর পক্ষ হইতে তাঁহাকে উক্ত উচ্চ সম্মান পেশ করা হইবে। মহত্তরম ডঃ আব্দুস সালাম সাহেব দীর্ঘকাল ইন্টারন্যাসনেল সেন্টার ফর থিউটিক্যাল ফিজিক্স ট্রিষ্ট (ইটালী)-এর ডাইরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

(পাকিস্তান টাইমস্, লাহোর, ৩১/৫/৭৮ ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৩রা সংখ্যা

৩১শে জৈষ্ঠ, ১৩৮৫ বাং : ১৫ই জুন, ১৯৭৮ ইং : ১৫ই এহসান, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সূরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১। তাঁহার নির্মল চিত্তের পরিচয় আমরা তাঁহার প্রাথমিক জীবনেই দেখিতে পাই। তিনি ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত এরূপ নির্মল কুমার-জীবন অতিবাহিত করেন যে, তাঁহার শত্রু দুশমনও এই সময়ের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার অবৈধ সম্পর্ক দূরে যাউক, সাধারণ মেলমেশার অভিযোগও আনিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার যৌবনের উদ্যামকাল অ-বিবাহিত অবস্থায় কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন কাল রেখাপাত হয় নাই। তাঁহার মোকাবেলায় হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেখুন, যাঁহার সম্বন্ধে কতক লোকের ধারণা যে, খোদাতায়ালা তাহাকে আকাশে উঠাইয়া লইয়াছেন এবং কতক লোকের ধারণা যে, তিনি ক্রুশে মারা গিয়া পুনঃরায় জীবিত হইয়া আকাশে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে স্বয়ং বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, সর্বদা তিনি স্ত্রীলোকগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন; তাহারা তাঁহার শরীরে তৈল মালিশ করিত, তাঁহার মাথার চুল আঁচড়াইত এবং তাঁহার গায়ে সুগন্ধি মাখাইয়া দিত। এখন তুলনা করিয়া দেখুন, কোথায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পঁচিশ বৎসরের নিষ্কলঙ্ক কুমার জীবন এবং কোথায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন। যাহার সম্বন্ধে স্বয়ং বাইবেলে এমন সব কথা লিখা আছে, যাহা তাহার মর্যাদা হানী করে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; আমরা এই

আকীদা রাখি যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবনও পবিত্র ছিল। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন নিঃসন্দেহ পবিত্র এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবনের চেয়েও বেশী পবিত্র ছিল। কেবল পবিত্র হওয়া এক বিষয় এবং অধিকতর পবিত্র হওয়া আর এক বিষয়। হযরত ঈসা (আঃ) পবিত্রতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে এ বিষয়ে কওসার প্রদান করা হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনি চরম পবিত্রতার অধিকারী ছিলেন। এই দুইয়ের মধ্যে এক বিরাট প্রভেদ রহিয়াছে।

(২) তিনি দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু এতদসত্বেও তিনি অপূর্ব অভাব হীনতার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি সেই বংশের ছিলেন, যাহারা খানাকাবার মহাফেয ছিল। কিন্তু কেহ ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, তিনি কখনও কাহারও নিকট কোন কিছু চাহিয়াছিলেন বা কাহারও নিকট কোন কিছু চাহিবার বা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পিতা মারা গেলে, প্রথমে তাঁহার দাদা তাঁহার লালন-পালন ভার গ্রহন করেন। দাদার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার চাচার নিকটে থাকেন। কিন্তু কোন দিক হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি কখনও কাহারও নিকট কিছু চাহিয়া ছিলেন। আবু তালেব স্বীয় পিতার ওসিয়ত এবং নিজ গুণের কারণে তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে তিনি নিজ সন্তানদের চেয়েও বেশী স্নেহ করিতেন। তখন তাঁহার বয়স ৮/৯ বৎসর। কখনও কখনও আবু তালেব ঘরে আসিলে দেখিতেন, তাঁহার স্ত্রী ছেলেদিগের মধ্যে কিছু খাবার বাটিয়া দিতেছেন এবং আঁ-হযরত (সাঃ) এক পার্শ্বে নিলিপ্ত ভাবে বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া আবু তালেবের মনে স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিত এবং তিনি তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া তাহার স্ত্রীর নিকট অনুযোগ করিতেন, "তুমি আমার সন্তানকে কিছু দাও নাই?" কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) সেদিকে বিন্দু মাত্রও ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। এই ছিল তাঁহার বাল্য জীবনের নকশা। তিনি যখন বড় হইলেন, তখন তাহার নির্লোভ চিত্ততার জন্য সারা দেশের লোক তাঁহাকে আল-আমীন" খেতাবে ভূষিত করেন। তাঁহার সম্বন্ধে সকলের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, তিনি লোভ-শুন্য এবং তিনি অন্যের আমানত পূর্ণভাবে প্রত্যর্পন করেন। লোকে তাঁহাকে সিদ্দীক অর্থাৎ সত্যবাদীও বলিত। ইহাই তাঁহার পবিত্রীকৃত হওয়ার প্রমাণ; যাহার প্রকাশ তাহার সারা জীবন ব্যাপিয়া দৃষ্টি গোচর হয়।

(৩) তাঁহার পবিত্র আখলাকের প্রমাণ এই বিষয় হইতেও পাওয়া যায় যে, তাঁহার বয়স যখন পঁচিশ বৎসর এবং তিনি পূর্ণ যৌবনে পদার্পন করেছেন, তখন তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। বয়সের এই তারতম্য স্বত্বেও এই পরিণয়

গভীর প্রেমের আলোকে সমুজ্জল ছিল। দুশমন হয়তো বলিতে পারে যে, তিনি সম্পদের লোভে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা প্রমাণ করে যে, সম্পদের সহিত এই বিবাহের কোন সম্পর্কই ছিল না। খাদিজা (রাঃ) কেবল তাঁহার সাধুতা এবং বিশ্বস্ততা দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেই যুগে এই নিয়ম ছিল যে, যখন কোন তেজারতী কাফেলা শ্যামদেশে যাইত, তখন ধনী ব্যক্তিগণ তাহাদের তেজারতের জন্য নিজ নিজ প্রতিনিধি কাফেলার সহিত প্রেরণ করিতেন। যেহেতু হযরত খাদিজা (রাঃ) এক ধনী ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি নিজেও ধনবতী ছিলেন, সেই জন্য তিনিও কাফেলার সহিত নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেন। যখন তিনি আঁ-হযরত (সাঃ) এর প্রশংসা এবং প্রসিদ্ধির কথা শুনিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া কাফেলার সহিত পাঠাইলেন। এই যাত্রায় তাঁহার এত লাভ হইল যে, ইতিপূর্বে এইরূপ কখনও হয় নাই। আঁ-হযরত (সাঃ) ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহার কর্মচারীগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "ইহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কল্যাণে ঘটিয়াছে। সকল ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিগণ লাভজনক কোন বস্তু দেখিলে, নিজেরা সওদা করিয়া লয়, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) নিজের সওদা করেন নাই। যেখানেই তিনি লাভের সুযোগ পাইয়াছেন, সেইখানেই তিনি আপনার টাকা লাগাইয়াছেন। পূর্বে আমরা কিছু কিছু টাকা আত্মসাৎ করিতাম। কিন্তু তিনি আমাদিগকেও তাহা করিতে দেন নাই এবং নিজেও করেন নাই। তিনি বলেন, পন্য যখন মালিকের এবং তোমাদের প্রাপ্য ধার্য করা আছে, তখন তোমাদের পাওনার অতিরিক্ত আমি তোমাদিগকে কিছু দিব না। এই সব কারণে—আপনার লাভ আশাতিরিক্ত হইয়াছে।" হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর হৃদয়ে ইহার গভীর ছাপ পড়িল এবং তিনি ফয়সালা করিলেন যে, তিনি এই যুবককে বিবাহ করিবেন। তদনুযায়ী তিনি তাঁহার সহচরীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাহারা বলিল, "আমরা তাঁহার প্রশংসা তো অনেক শুনিয়াছি। তাঁহাকে আপনার বিবাহ করার কোন আপত্তি দেখি না। তখন তিনি তাঁহার এক সহচারকে আবু তালেবের নিকট প্রস্তাব দিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর বিবাহে তিনি রাজি আছেন কিনা। আবু তালেব বলিলেন, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত খাদিজা (রাঃ)-এর বিবাহ কিরূপে সম্ভব? তিনি ভিত্তশালীনী এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কপর্দহীন।" খাদিজা (রাঃ) এর সহচরী বলিলেন, "যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে আপনার কি মত?" আবু তালেব বলিলেন, "যদি ইহা হয়, তাহা হইলে উত্তম।" অতঃপর সেই সহচরী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট গিয়া বলিল, "আপনার সহিত যদি খাদিজা (রাঃ)-এর

বিবাহ হয়, তাহা হইলে কি আপনি রাজি আছেন? আঁ-হযরত (সাঃ) উত্তর দিলেন, "তিনি তো বিত্তশালীনী এবং আমি দরিদ্র; আমাদের মধ্যে মিল কোথায়?" তখন সেই মহিলা বলিল "যদি খাদিজা (রাঃ) নিজে আপনাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক থাকেন— তাহা হইলে কি আপনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "যদি তিনি আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত আছি।" অতঃপর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কথাবার্তার পর এই বিবাহ হইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে এই বিবাহ তাঁহার সাধুতার জন্য সম্পন্ন হইতে পারিয়াছিল। সুতরাং তিনি সম্পদের লোভে বিবাহ করিয়া ছিলেন, ঐ প্রশ্নই উঠে না। যদিও তাঁহাদের বয়সের মধ্যে ১৫ বৎসরের তফাৎ ছিল এবং হযরত খাদিজা (রাঃ) প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছিলেন এবং আঁ-হযরত (সাঃ) পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত ছিলেন তথাপি তিনি তাহার স্ত্রীর প্রতি এরূপ অপূর্ব বিশ্বস্ততা ও প্রেমপূর্ণ সৌজন্যের সহিত বসবাস করেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার নযীর অল্পই পাওয়া যায়। হযরত খাদিজা (রাঃ) হিজরতের আড়াই/তিন বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময়ে তাহার বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। এই বয়সে স্ত্রী লোক একেবারে বৃদ্ধা হইয়া যায় এবং তাহার শরীরে আকর্ষণীয় কোনকিছু থাকে না, যাহার জন্য তাহার স্বামী তাহাকে স্মরণ করিতে পারে। পরবর্তীকালেতিনি কয়েকটি বিবাহ করেন এবং কিশোরীর সহিতও তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধা ও ছিলেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি সদা একান্ত প্রেমভরা হৃদয়ে হযরত খাদিজা (রাঃ -কে স্মরণ করিতেন এবং বলিতেন, "খাদিজা (রাঃ) এইরূপ ছিলেন এবং তিনি ঐরূপ ছিলেন ইত্যাদি।" হযরত আয়েশা (রাঃ) যুবতী ও সুন্দরী ছিলেন, তিনি ফরমানবরদার এবং বিশ্বস্ততাও ছিলেন এবং তিনি ছিলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কন্যা। আঁ-হযরত (সাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে ভালবাসিতেন, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, "আমি সাধারণতঃ ঐ সব কথা শুনিয়া রুষ্ট হইতাম এবং বলিতাম, "হে আল্লাহ্‌র রসুল, খাদিজা (রাঃ) অপেক্ষা আপনার কয়েকজন ভাল এবং সুন্দরী স্ত্রী আছেন, তবে কেন আপনি খাদিজা (রাঃ)-কে স্মরণ করেন?" উত্তরে আঁ-হযরত (সাঃ) সদা বলিতেন, "আয়েশা! তুমি জাননা কিরূপ বিশ্বস্ততার সহিত খাদিজা (রাঃ) আমার সহিত বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা অবশ্যই তোমার নিকট খারাপ লাগিবে, কিন্তু আমি তাঁহার কথা না বলিয়া পারি না।" এই ছিল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তখনকার অবস্থা যখন তিনি যুবতী স্ত্রীগণের সহিত বিবাহ করিয়াছিলেন।

একদা হযরত রসুল করীম (সাঃ) বসিয়াছিলেন এবং তাহার নিকট একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন। এমন সময়ে কেহ একজন বাহির হইতে দরজায় আঘাত করিয়া বলিল, "আমি কি ভিতরে আসিতে পারি?" অনুমতি প্রার্থীনী হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর ছোট ভগ্নি ছিলেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর চেহারা (রঙ) চকিতে বদলাইয়া গেল। তিনি অস্থির চিত্তে উঠিলেন এবং বলিলেন, "ইয়া এলাহী! আমার খাদিজা (রাঃ)!" খাদিজা (রাঃ) এবং তাঁহার ভগ্নির স্বর অনুরূপ ছিল। ভগ্নির স্বর শুনিয়া খাদিজা (রাঃ)-এর স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। অথচ ইহার প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে তাঁহার স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) বৃদ্ধ অবস্থায় ইন্তেকাল করেন এবং তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাহাবী হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা এবং তাঁহার অত্যন্ত খেদমতগুজার, বিশ্বস্তা ও খ্যাতানামা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ)। এইরূপ সর্বগুণে গুণান্বিতা এবং পরম আকর্ষণীয়া প্রেমময়ী স্ত্রীর সহচর্যে বসিয়া পরলোকগতা বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই অকপট প্রেমের অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি অপূর্ব। সুদীর্ঘ বার বৎসরের ব্যবধানেও পরলোকগতা স্ত্রীর প্রতি তাঁহার মনোভাব ও স্মৃতির মধ্যে বিন্দুমাত্র মরিচা ধরে নাই। সুদীর্ঘ বার বৎসর পরেও যখন তাঁহার কর্ণকুহরে হযরত খাদিজা (রাঃ)-র অনুরূপ এক কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিল তিনি চকিতে খাড়া হইয়া অকুণ্ঠ প্রেমাবেগভরা গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ইয়া ইলাহী! খাদিজা (রাঃ)।" তাঁহার চেহারা মোবারকও বিমল প্রেমের জ্যোতিতে ভরিয়া গেল। তিনি আগাইয়া গিয়া আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? খাদিজা (রাঃ)?" উত্তর আসিল, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! না, আমি খাদিজা (রাঃ)-র ভগ্নি।" এই ঘটনা আঁ-হযরত (সাঃ) এর অম্লান, কামগুন্য ও বিশ্বস্তপ্রেমের অপূর্ব নিদর্শন, যাহার নযীর সাধারণ মানব সমাজে দুরে যাউক, আত্মীয়াকুলেও পাওয়া যাইবে না। খৃষ্টান জগৎ ইহার মোকাবেলায় কি কোন দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে? বাইবেল অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ) ৩৩ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন এবং উহা অনুযায়ী তিনি বিবাহ করেন নাই। কিন্তু বাইবেল পাঠে দেখা যায়, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সদা কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকিত। তাহারা হয়ত তাঁহার স্ত্রী ছিলেন কিন্তু নিশ্চয় করিয়া তাহাও বলা যায় না। কিন্তু তাহাদের সহিত তাঁহার বিশ্বস্ততার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। চির অম্লান দৈহিক কামনা-বাসনার অতীত অচল প্রেমের প্রকাশ একমাত্র হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসী পেশ করিতে অক্ষম।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৩১। জিহাদ ও তাহার গুরুত্ব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২০৭। হযরত আনাস রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মুশরিক (অংশীবাদী)-দের সহিত ধন, প্রাণ, এবং কথা দ্বারা জিহাদ করিবে।" ['আবু দাউদ ; কেতাবুল্-জিহাদ, বাবু কেরাহাতু তার্কিল গরুয়,' ১ : ৩৩৭ পৃঃ]

২০৮। হযরত উকবাহ্ বিন্ আমের রাযি আল্লাহু-তায়ালা বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন :

"আল্লাহ্-তায়ালা এক তীরের বদলে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে লইয়া যাইবেন। এক, তো সে সদুদ্দেশ্যে সাওয়াবের নিয়েতে তীর তৈরী করে। দুই, সে, যে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধে তীর নিক্ষেপ করে। তিন, সে, যে তীরন্দাজকে তীর ধরিয়া দেয়। তীর নিক্ষেপ এবং অশ্বারোহন শিখ। তীর নিক্ষেপে কৃতিত্ব অর্জন কর। অশ্বারোহনে দক্ষতা আমার অধিক প্রিয়। যদি কেহ তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করিয়া অনুরাগ অভাবে ভুলিয়া ফেলে, তবে সে আল্লাহ্-তায়ালার এক নেয়ামৎ হইতে বঞ্চিত হয় সে নেয়ামৎ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অকৃতজ্ঞতা করিয়াছে।"

['আবু দাউদ,' কেতাবুল্ জিহাদ, বাবু ফিরামা, ১ : ৩৪০ পৃঃ]

২০৯। হযরত যাইদ বিন খালেদ জুহানী (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন :

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার পথে জেহাদকারীকে সরঞ্জাম জোগাইয়া দেয় এবং প্রস্তুতির জন্য সাহায্য করে, তাহার ছওয়াব এমনি যেন স্বয়ং জেহাদে যোগদান করিয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জেহাদকারীর অনুপস্থিতিতে জেহাদকারীর পরিবার-পরিজনের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং শুভাকাঙ্খাসুচক ব্যবহার করে, সেও জেহাদে শামিল থাকে।"

(বুখারী, কেতাবুল জেহাদ, বাবু ফাযলুমান জাহাযা গাযীয়ান ১ : ৩৯৯ পৃঃ)

২১০। হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) ফরমাইয়াছেন : "যে, ব্যক্তি সত্যিকার সংকল্প, সাচ্চা নিয়তে শাহাদত (জেহাদে প্রাণ দান) আগ্রহ করে, আল্লাহ্-তায়ালা তাহাকে শহীদগণের দলে সামিল করিবেন, তাহার মৃত্যু বিছানাতেই হোক না কেন।" (মুসলিম, কেতাবুল জেহাদ, বাবু ইস্তেযাবু তালাবুস শাহাদাতু ফি সাবিলিল্লা। ১-২ : ২৩৩ পৃঃ)

২১১। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ইয়াজিদ আল্ খাওমী সাহাবী বলেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) যখন কোন সৈন্য বাহিনীকে রওয়ানা করিতেন, তখন বলিতেন : "আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তোমাদের ধর্ম (দ্বীন), তোমাদের বিশ্বস্ততা এবং তোমাদের ভাল কার্যাবলী আমানত রাখিতেছি। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের সদগুনগুলি চিরকাল হেফাজত (সংরক্ষণ) করুন। [আবু দাউদ, কেতাবুল জেহাদ, বাবু ফিদ্ দোয়া-এ-ইন্দাল বেদায় ১ : ৩৫০ পৃঃ]

২১২। হযয়ত আবদুল্লাহ্ বিন আবি আউফা (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) ঐ সব দিনে যখন তিনি কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ছিল, সূর্যাস্তের অপেক্ষা করিলেন। তারপর তিনি (সাঃ) দাঁড়াইলেন এবং উপদেশরূপে ফরমাইলেন :

"হে লোকগণ, শত্রুর সহিত সংগ্রামের আগ্রহ করিবে না। আল্লাহ্-তায়ালার নিকট সুখ শান্তি সাচ্ছন্দ্য (আশিয়ৎ) প্রার্থনা করিবে। কিন্তু যখন শত্রুর মুকাবিলা করিতেই হয়, তখন সবুর (ধৈর্য) প্রদর্শন করিবে এবং জানিবে যে, জান্নাত তরবারির ছায়ায় আছে।" তারপর, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দোয়া করিলেন :

"আল্লাহ্ তুমি কেতাব নাযেল করিয়াছ। তুমি মেঘগুলিকে চালনা কর। তুমি শত্রুর জমায়েতকে পরাস্ত করিয়া থাক। তুমি এই শত্রুদিগকে পরাস্ত কর এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।

[মুসলিম কেতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, বাবু কেরাহাতু তামান্না লিকা আল আদুব্বে ওয়াল আমরু বিন্ সাবর,' ১-২ : ১৩৩ পৃঃ]

২১৩। হযরত আবু যার রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, বনু সালমাহ গোত্র সিদ্ধান্ত করিল যে, তাহারা 'মসজিদে নবুয়ী' (নবী সাঃ-এর মসজিদ)-এর নিকটে আসিয়া বাস করিবে। যখন এই সংবাদ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম পাইলেন, তখন তিনি (সাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন : "আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমরা আমার মসজিদের নিকটে আসিয়া বাস করিতে চাও।" তাহারা বলিল, হাঁ রসুলুল্লাহ, এই সংকল্প করিতেছি।' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'বলো সালমাহ, তোমরা তোমাদের ঐ সব বাড়ীতেই থাক। তোমাদের এই পদাচারেরও সওয়াব পাইবে, যাহা মসজিদে আসার জন্য তোমাদের করিতে হয়।" নোট :— বনো সালমাহ এক মহাবীর গোত্র ছিল। মদিনার উপকণ্ঠে বাস করিত। প্রকান্তরে মদিনার হেফাজতের দায়িত্ব তাহাদেরই উপর ছিল। তাহারা ঐ স্থান হইতে চলিয়া আসিলে মদিনার ঐ দিগকার সংরক্ষণ সংকটাপন্ন হইতে পারিত। এইজন্য তিনি (সাঃ) তাহাদিগকে সেখানেই থাকার ইরশাদ ফরমাইলেন।

['মুসলিম', কেতাবুস্-সালাহ, বাবু ফাযলু কাসেরাতু খাতা ইলাল মাস্জেদ: ১-১ : ২৫৫ পৃঃ]

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

ইসলামের বিরুদ্ধে দর্শনগত আক্রমণ সমূহ প্রতিহত ও নির্মূল করার এবং প্রবল যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যেই আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে।

"এই জামানার মুজাদ্দিদ (বা সংস্কারক) মসীহ মওউদ (ওয়াদাকৃত মসীহ) নামে আখ্যায়িত হওয়াতে এই তাৎপর্য নিহিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, এই মুজাদ্দিদের সুমহান কাজ হইল খৃষ্ট-ধর্মের প্রাধান্য ও প্রবলতাকে ভঙ্গ করা, ইসলামের উপর খৃষ্টানদের আক্রমণসমূহকে প্রতিহত করা ও তাহাদের কুরআন বিরোধী দার্শনিক যুক্তি-তর্ককে প্রবল ও আকট্য দলীল প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করা এবং তাহাদের উপর ইসলামের যুক্তিকে পূর্ণরূপে সাব্যস্ত করা। কেননা, এই জামানায় ইসলামের জন্য সব চাইতে বড় বিপদ যাহা আল্লাহতায়ালার সাহায্য ও সমর্থন ব্যতিরেকে তিরোহিত হইতে পারে না, তাহা হইল খৃষ্টানগণের দর্শনগত আক্রমণসমূহ এবং ধর্মীয় সমালোচনা ও আপত্তিসমূহ, যাহা ভঞ্জণ ও নিরসনের জন্য জরুরী ছিল খোদাতায়ালার তরফ হইতে কেহ প্রেরিত হওয়ার।"

(আইনায়ে-কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৩৪১)

"যখন আল্লাহ্তায়ালা কোন বিষয়ে চাহেন যে, উহা সংঘটিত হউক, তখন সকল দিক হইতেই উহার সপক্ষে ক্রমাগত উপকরণ ও সমর্থণ প্রকাশমান হয়। আসমান-জমীন, —মোট কথা সবকিছুই উহার সেবায় নিয়োজিত হয়। যদি জমীন একদিকে ধাবিত হয় এবং আসমান ভিন্ন দিকে, তখন অবস্থা ও পরিস্থিতি ঠিক বা অনুকুল থাকে না। এক্ষনে খোদাতায়ালা চাহেন যে, তিনি আমার সাহায্য ও সমর্থন করেন, তিনি চাহেন যে, প্রত্যেক প্রকারের শেরক, কুফুর ও মিথ্যাকে পর্যদুস্ত ও লাঞ্ছিত করেন, তৌহীদের সত্যতাকে জগতে কায়েম করেন। সেই জন্যই তিনি বর্ত্তমান যুগ ব্যাপি এক কল্পনাতীত বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল দিক হইতে আমাদেরই সমর্থন পরিলক্ষিত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি অতি সামান্য আগুন সমস্ত জগতকে ভস্মিভূত করার জন্য যথেষ্ট। তেমনিভাবে এই যুগে ঐ আগুন প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে এবং এমন বাতাস বহিতেছে—যাহার ফলে মানুষের অন্তরে ইহা ফুৎকার করা হইয়াছে যে তাহারা যেন সকল পুরাতন, অর্থহীন, অসঙ্গত ও অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণা হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সত্যের সন্ধানী হয়।"

"আল্লাহ্তায়ালার কি শান যে, এক কালে তো সীমা ছাড়াইয়া ও অতিরঞ্জনের মাত্রাকেও অতিক্রম করিয়া হযরত মসীহর প্রশংসা করা হইয়াছিল কিন্তু এখন উহার খণ্ডন ও ধ্বংসলীলা দেওয়ালে দেওয়ালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশমান হইয়া চলিয়াছে।" (মলফুজাত, ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৭)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৪ই এপ্রিল ১৯৭৮ ইং, মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

হুজুর (আইঃ) তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন, আল্লাহ্-তায়ালা কুরআন করীমে মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে 'উৎকৃষ্টতম উম্মত' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন—যাহাদিগকে আন্-নাস বা সমগ্র মানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অপর কথায়, অন্যান্যদের প্রতি সহানুভূতি, কল্যাণ-কামনা ও হিতসাধন এবং পূন্যকাজের আদেশ—একজন মুসলমানের মৌলিক গুন হওয়া উচিত। কল্যাণ ও পূন্যানুষ্ঠানের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতও হয় এবং সমষ্টিগতও। সমষ্টিগতভাবে প্রচেষ্টা দুই প্রকারের: (১) বিভিন্ন জামাত বা দলের পক্ষ হইতে মানুষের কল্যাণসাধণের প্রচেষ্টা; (২) বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত সরকার সমূহের প্রচেষ্টা। তাহারা আইন প্রণয়ন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরী করিয়া নিজেদের জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের প্রয়াস পায়। সমসাময়িক শাসানকর্তার কর্তব্যবলীর ইহা অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি জনসাধারণের জন্য শান্তি-নিরাপত্তা, এবং সুখ-সাচ্ছন্দর বিধানের কার্যকরী প্রচেষ্টা চালান। ইহার মুকাবেলায় জনসাধারণেরও কর্তব্য, সরকারের সহিত সহযোগিতা করা ও উহার প্রবর্তিত আইনকানুন মানিয়া চলা এবং শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করা। কতিপয় লোক নিজেদের স্বার্থের জন্যই আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু জামাত আহ্মদীয়ার সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিরা একমাত্র এজন্যই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করে যে, তাহাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের আদেশ। তেমনিভাবে ইসলাম নির্দেশ দিয়াছে যে, এরূপ প্রত্যেক বিষয় হইতে বিরত থাকিতে হইবে যাহা মানুষের জন্য অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং ফেৎনা-ফসাদ সৃষ্টি করার কারণ হয়। প্রত্যেক আহ্মদী মুসলমান সকল প্রকারের ফসাদ ও বিশৃংখলা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলে, কেননা কুরআন করীম নির্দেশ করিয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালা ফসাদ সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। যেহেতু আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইহাই যে, আমরা যেন আল্লাহ্তায়ালার প্রীতি ও ভালবাসা অর্জন করি, সেইজন্য কোন আহ্মদী ইহা ভাবিতেও পারে না যে, সে কোন রকমের ফেৎনা-ফসাদে বা অশান্তির কাজে অংশ গ্রহন করে কিম্বা আইনভঙ্গ করিয়া এরূপ অবস্থা বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টির কারণ হয়। এই কারণেই সাধারণভাবে কোন আহ্মদী আল্লাহ্তায়ালার ফজলে কখনও ন্যায়সঙ্গতভাবে কোন

আইনের শাস্তির আওতায় পড়ে না। অবশ্য ইহা পৃথক ব্যপার যে, কোন ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদের দ্বারা কোন আহ্‌মদীকে (অন্যায়ভাবে) আইনের শাস্তির আওতায় ফেলার প্রয়াস পায়। সেই অবস্থাতেও একজন আহ্‌মদীর কর্তব্য ইহাই যে, সে ঐরূপ প্রয়াসী ব্যক্তিকে আইনেরই সুপর্দ করে এবং কেহ যদি তাহাকে যাতনা দান করে, তবে সে তাহাকে (তাহার অন্যায়) তাহার রবের নিকটই সমর্পণ করে।

হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন, বর্তমানে অধিকাংশ মানবজাতি নিদারুন দুঃখ, যাতনা ও অশান্তি ভোগ করিতেছে। তাহারা এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে ছাড়িয়া ত্রিত্ববাদ বা প্রতিমা পূজার শেরক বা অংশীবাদিতায় নিপতিত অথবা তাহার হৃদয়-আঙ্গিনায় এরূপ অসংখ্য প্রতীমা বিদ্যমান রহিয়াছে যাহাদের সামনে তাহারা সেজদারত। এই সকল অবস্থায় আমাদের পক্ষে সব চাইতে বড় কল্যাণ সাধন ও হিতৈষণা ইহাই হওয়া উচিত যে, আমরা তাহাদিগকে শেরকের বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া খোদায়ে ওয়াহেদের সেই প্রীতি ও ভালবাসায় অংশীদার করিবার প্রচেষ্টা চালাই, যে প্রীতি ও ভালবাসা আমাদের হাসেল হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যেখানে এরূপ সুদৃঢ় ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন, যাহা সকল কুসংস্কারের তৈরী প্রতিমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দেয়, সেখানে আসমানী নিদর্শনাবলীরও আবশ্যকতা রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালা তাঁহার বান্দাদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা যেখানে পূর্ণ, যুক্তি-ভিত্তিক, প্রকৃতি সম্মত, সুস্পষ্ট এবং বিশদ শরিয়ত আমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, সেখানে আমাদিগকে আসমানী নিদর্শনাবলীর বাহক করা হইয়াছে। উম্মতে-মুসলেমায় এরূপ অসংখ্য বুজর্গ হইয়াছেন, যাঁহারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ফয়জ ও কল্যাণে আসমানী নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন। মানবজাতির অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল আসমানী নিদর্শনাবলীরও প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রত্যেক আহ্‌মদীর অন্তরে এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকা উচিত যে, সে যেন দলীল প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে আসমানী নিদর্শনাবলীর দ্বারাও জগতকে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পতাকার নীচে একত্রিত করার এবং এইভাবে তাহাদের প্রতি প্রকৃত অকৃত্রিম সহানুভূতি ও হিতৈষণা এবং কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয়—যাহাতে বর্ত্তমান যুগে দুনিয়াতে খোদাতায়ালা হইতে যে দূরত্ব ও বিরহ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা খোদাতায়ালার কোরব ও নৈকট্য এবং তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। জগতে যেন চতুর্দিকেই খোদাতায়ালার কানুন ও বিধি-বিধানের শাসন পরিলক্ষিত হয়, প্রত্যেক প্রকারের ফেৎনা-ফসাদ, অশান্তি ও অনিষ্ট দূরীভূত হয়। খোদা করুন যেন তাহাই হয়। (আল-ফজল, ১৫/৪/৭৮ ইং)

[২]

[২১ শে এপ্রিল ১৯৭৮ ইং, মসজিদ আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

হুজুর আকদাস (আইঃ) কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন :

فقم و جهك للدين حنيفا ـ فطرت الله التى فطر الناس عليها ـ لا تبديل لخلق الله ـ ذلك الدين القيم - و لكن اكثر الناس لا يعلمون - (الروم : ٣١)

উক্ত আয়াতের জ্ঞান-গর্ভ ও তত্বপূর্ণ তফসীর বর্ণনা পূর্বক হুজুর বলেন যে. কুরআন করীম আমাদিগকে পূর্ণ মনোনিবেশ ও যত্ন সহকারে দ্বীনের উপরে কায়েম থাকার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, এ ব্যাপারে বক্রতার পথ অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। সীমালঙ্ঘণ বা কার্পণ্য এবং কমি বা বেশীর সকল ধারা হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। স্বভাবজ ক্ষমতার বেশী বোঝা বা কম বোঝা বহণ, উভয়ই আমাদের সহি ও সুষ্ঠ দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপোষণ ও বিকাশকে ব্যাহত বা বাধাদান করে। ইসলাম আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছে এবং যে সকল বিষয় পালন করিতে ও যে সকল বিষয় হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার সবই সম্পূর্ণরূপে আমাদের ফেতরাৎ বা স্বভাব-সম্মত। যদি আমরা সে সকল বিষয়ের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি না রাখি, তাহা হইলে আমাদের স্বভাবজ ক্ষমতাসমূহের সঠিক, সুস্থ ও পূর্ণ পরিপোষণ ও বিকাশ সাধিত হইতে পারে না এবং আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য (এবাদতে এলাহী) সফল ও পূর্ণ করিতে পারি না।

হুজুর বলেন, মানুষকে আল্লাহতায়ালা দৈহিক, মানষিক বা বুদ্ধিগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ প্রদান করিয়াছেন। এই চারি শ্রেণীর ক্ষমতাসমূহের মধ্যে পরস্পর গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। যদি আমরা আমাদের দৈহিক শক্তির সঠিক পরিপোষণ ও বিকাশ সাধন না করি, তাহা হইলে উহার প্রভাব মানবিক বা বুদ্ধিগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসমুহের উপর পড়িবে যেমন—একটি ছাত্র যদি ক্ষুধার্থ থাকে অথবা প্রয়োজনের বেশী খাদ্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে উভয় অবস্থাতেই তাহার মানসিকতা বা মেধা এবং আখলাক বা চরিত্র প্রভাবিত হইবে। তাহার দেহকে সুস্থ রাখিবার জন্য তারতম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য ছাড়াও, সুস্থ ও শান্ত পরিবেশ অত্যাবশ্যকীয়, এবং এই শান্ত ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়াও সমিষ্টিগত দায়িত্বও বটে। হুজুর (আইঃ) বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টির উপর সবিস্তারে আলোকপাত করতঃ কি ভাবে দৈহিক, মানষিক ও চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি একটি অপরটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহা বর্ণনা করেন, এবং

বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেই গুলির তারতম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সহি নিয়ন্ত্রণ, পরিপোষণ ও বিকাশেরনামই হইল নেকী বা আমলে-সালেহ্, যাহার ফলশ্রুতিতে মানুষ আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি ও প্রীতি লাভ করে এবং সে তাকওয়ার মোকাম অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। রুহানী শিক্ষার সারকথা হইল—হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ্ সম্পর্কিত হক ও দায়িত্বাবলী) এবং হুকুকুল-এবাদ (বান্দা সম্পর্কিত হক ও দায়িত্বাবলী) পালন করা। এই পালনের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও পূর্ণতম আদর্শ ও নমুনা আমরা খুঁজিয়া পাই হযরত রসুল আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনে। হুকুকুল এবাদকে মানুষ পূর্ণরূপে পালন করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না, সে তাহার সমগ্র শক্তি ও ক্ষমতাসমূহের সহি পরিপোষণ ও বিকাশ সাধনের পর অন্যদের প্রতিও লক্ষ্য না দেয় যে তাহাদের ক্ষমতাসমূহেরও সঠিক পরিপোষণ ও বিকাশ সাধিত হইতেছে কি না। নিগূঢ় সত্য ইহাই যে, সমগ্র মানবতার ইহা কর্তব্য, জগতের কোন অংশেও কোন মেধাবী বালক-বালিকার শক্তি নিচয় যেন বিনষ্ট হইতে না পারে। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের জাতি এবং আমাদের জামাতকে মৌলিক ও বুনিয়াদি বিষয়টি উপলব্ধি করিবার এবং ইহাকে কার্যে রূপায়িত করিবার তওফিক দান করুন, এবং তিনি স্বয়ং এরূপ উপকরণ সৃ করিয়া দেন, যাহাতে আমাদের ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তকওয়ার পথে পরিচালিত হইয়া আল্লাহতায়ালার ফজল ও রহমতকে বেশীরও বেশী আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইতে পারে। আমীন। (আল-ফজল ২৩/৪/৭৮ ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

—

❋ "ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে ভাবে পূর্বে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও, কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।" কিশতিয়ে নুহ—হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

❋ "তোমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মারফত যে ঐশী ফয়যান লাভ করিয়াছ, উহা খেলাফতের মাধ্যমে চিরকাল কায়েম রাখ।" —হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)

কায়রো-বিতর্ক

মুসলিম বনাম খৃষ্টান

(প্রথম পর্যায়)

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)

বিতর্কের বিষয় ঃ

১৯৩৩ এর জানুয়ারী থেকে মার্চ, এই সময়টা, আমি কায়রোতে ছিলাম। ইসলামের বানী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আমি প্রায়ই পাদ্রীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতাম। কায়রো মিশনের ইনচার্জ ডাঃ ফিলিপস্ নামক জনৈক আমেরিকান মিশনারী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর খৃষ্টানী বিশ্বাসে খুব পোক্ত। শুরুতেই তিনি প্রায়শ্চিত্তবাদের উপর জোর দিতে থাকেন। তাঁর দাবী প্রায়শ্চিত্তবাদ ও ক্রুশবিদ্ধকরণ (Crucifixion) এর উপর বিশ্বাস ছাড়া কোনো মানুষই পাপ থেকে রেহাই পেতে পারে না। কিন্তু তাঁর এই জোরালো দাবীটার পেছনে—না ছিল কোন সাধারণ যুক্তি, না কোনো শাস্ত্রীয় দলীল। পরিত্রান ও ক্রুশবিদ্ধকরণ এ দু'য়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই, তাঁর দাবী সঙ্গত নয় বলেই মত দিয়েছিলাম আমি।

ডঃ ফিলিপস্ কিন্তু অত সহজে ছাড়বার পাত্র ছিলেন না তিনি আরও জোরের সঙ্গে তাঁর দাবীর ব্যাখ্যা দিতে থাকেন: "আদমের ঔরসজাত কেওই পাপমুক্ত নয়, কেবল ঈশ্বর পুত্র যীশু ছাড়া; তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে আমাদের পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন।"

এই মতবাদটাই ছিল ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে বিতর্কের ব্যাপার। অবশেষে আমার ও ডঃ ফিলিপসের মধ্যে স্থির হয় যে, বিষয়টিকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা হবে :—

(১) যীশু (মসীহ্) ছাড়া কি আর কেউ নিস্পাপ নন?

(২) যীশু কি ঈশ্বর ছিলেন?

(৩) যীশু কি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেছেন?

ডঃ ফিলিপস্ প্রস্তাব দেন যে, আলোচনা বাইবেল অনুসারে হবে, বাইবেল বহির্ভূত কোনো যুক্তি গ্রহন করা হবে না। আমি তথাস্তু বলে রাজি হয়ে গেলাম। এমনকি, বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলকেই আমাদের দাবী পেশের জন্যে যথেষ্ঠ বলে মেনে নিলাম, থাকুক না

তার মধ্যে যত খুশী প্রক্ষেপ আর বিকৃতি! হউক না পণ্ডিতরা তাঁদের গবেষণায় একমত যে, বাইবেলে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তবু, প্রস্তাবটা আমরা উভয়েই মেনে নিলাম। বিতর্ক চলতে থাকলো শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রায় এক সপ্তাহ করে সময় নির্ধারণ করা হলো। শেষে দেখা গেল, খৃষ্টান বিশ্বাস উৎখাত হয়ে গেছে এবং মুসলিম বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমার অনেক বন্ধু এই আলোচনা সমূহের একটা মোটামুটি বিবরণ ছাপাবার জন্যে আমার অনুমতি চাইলেন। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে সমস্ত আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৈরী করতে শুরু করলাম। তাতে একজন খুব সাধারণ মানুষও জানতে পারবেন যে, খৃষ্টানদের যুক্তি কত দূর্বল, তাদের নিজেদের ঐশীগ্রন্থ যার 'পরে তাদের বিশ্বাস, সেই গ্রন্থই কি করে, নস্যাৎ করে তাদের ধর্মকে।

আসল বিতর্ক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার শর্ত ছিল। আমাকে বলতে হয়েছে যে, ডঃ ফিলিপস্ তার উত্তর সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা আমাদের আলোচনা শুনেছেন তাঁরা এ কথার সাক্ষী। একটা পরাজয়ের গ্লানি ডঃ ফিলিপস্‌কে পেয়ে বসে এবং তাঁর সহযোগীদের চেহারাতেও একই অবস্থা ফুটে ওঠে। এ ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হলে, তিনি আমার এই বিবরণী সতর্কতার সঙ্গে পড়ে দেখতে পারেন। এর পরেও যদি তাঁর ইচ্ছে হয় এ যুক্তিসমূহ খণ্ডন করার, তবে সে দায়িত্ব তাঁর, তিনি এগিয়ে আসুন। এ সম্পর্কে এটাই শেষ কথা।

বিতর্ক আরম্ভ ঃ

যীশু (মসীহ্) ছাড়া কি আর কেউ নিষ্পাপ? খৃষ্টীয় ধর্মমতে এই বিশ্বাসটাই হচ্ছে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপরেই তাঁরা তাঁদের প্রস্তাবনা গুলো খাড়া করেন এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের সিদ্ধান্ত টানেন এইভাবে ঃ

প্রতিটি মানুষ পাপের প্রভাবাধীন
ইহার প্রভাব সার্বজনীন
একজন প্রায়শ্চিতকারী ও পরিত্রাণকারীর প্রয়োজন
যেহেতু, মনুষ্যজাতি পাপকারী একটি গোত্র বিশেষ
সেহেতু, ইহা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে অক্ষম
কিন্তু যেহেতু যীশু ছিলেন ঈশ্বর
তিনি মানবদেহ ধারণ করলেন

যেহেতু তিনি ছিলেন পবিত্র এবং নিস্পাপ
অতএব, কেবল তিনিই পারেন মানুষের ক্ষতি
পূরণ করতে এবং প্রায়শ্চিত্ত দিতে।

আমরা যদি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করতে পারি যে, কোনো একজন মানুষ কিংবা কিছু সংখ্যক মানুষ নৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র জীবন যাপণ করেছেন; তাহলে তৎক্ষনাৎ এ খৃষ্টান মতবাদটি মিথ্যা প্রমাণিত হবে। প্রায়শ্চিত্তবাদের মাকুর সুতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে নবী-রসুলগণের নিস্পাপ জিন্দেগী প্রায়শ্চিত্তবাদের দোকানদার খৃষ্টানদের মাথায় গির্জাকর্তৃক প্রদত্ত অভিসম্পাতের মতই আঘাত হানবে।

ডঃ ফিলিপস্ তাঁর বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন :—"নিস্পাপ মানুষ ধারণার অতীত।" দু'বার আমরা আলোচনা করলাম প্রশ্নটি নিয়ে। প্রথম আলোচনায় ডঃ ফিলিপস্ হত-ভম্ভ হয়ে গেলেন। তিনি সময় চাইলেন জবাব তৈরীর জন্যে। আমার নোট এবং হাওয়ালা সমুহ চাইলেন। আমি স্বানন্দে দিয়ে দিলাম, যেন পাছে কোন অজুহাত দেখাতে না পারেন। দুই সপ্তাহের গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনায় কোনো ফল হলো না, বরং তিনি দ্বিতীয় দফায় আরো বেশী নাজেহাল হলেন।

আমার নোটগুলো ছিল—

সুসমাচার সমুহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ দুই প্রকারের।

(১)— পাপকারী (২)—ধর্মপরায়ন। প্রতিটি মানুষের চেহারায় পাপের কালিমা লেপণ করা আর সুসমাচারের সুস্পষ্ট শিক্ষাকে অস্বীকার করা একই কথা। কেননা, লিখিত আছে :

".....আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা অনেক ভাববাদী (নবী) ও ধার্মিক লোক দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে পান নাই; এবং তোমরা যাহা যাহা শুনিতেছ, তাহা তাঁহারা শুনিতে বাঞ্ছা করিয়াও শুনিতে পান নাই।"
—(মথি—১৩ : ১৭)

"যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন, এবং ধার্মিক অধার্মিকগণের উপরে জল বর্ষাণ।"
—(মথি—৫ : ৪৫)

"যেমন তিনি পুরাকাল অবধি তাহার সেই পবিত্র ভাববাদীগণের মুখদ্বারা বলিয়া আসিয়াছেন।"— লুক—১ : ৭০)।

"কারণ, ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যরা পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।"
—(২ পিতর—১ : ২১)

"সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে; তখন তোমরা দেখিবে, আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব এবং ভাববাদী সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রহিয়াছেন, আর তোমাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে।" (লুক—১৩ : ২৮)

"আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বর হইতে জা'ত, সে পাপ করে না, কিন্তু যে ঈশ্বর হইতে জাত, সে আপনাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না।" (১ যোহন ৫ : ১৮)

"ধন্য, যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। ধন্য তোমরা যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ করিও, উল্লসিত হইও; কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের পূর্বে যে ভাববাদিগন ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত।' (মথি—৫:১০—১২)

এই শ্লোকগুলি থেকে প্রমাণিত হয়—

(১) "নবী-রসুল অর্থাৎ ভাববাদীগণের ধার্মিকতা ও পবিত্রতা। তাঁহারা ঈশ্বর হইতে জাত এবং তাঁহারা স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী। শয়তান তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। ধার্মিকতার জন্য বিতাড়িত করা হয়েছে তাঁদেরকে (তাঁদের সকলের উপরে খোদার করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক)। কিন্তু তাঁরা এরূপ উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন যে, সেখান থেকে পতন অসম্ভব। শয়তান কখনই তাঁদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।" এই সকল শ্লোকের আলোকে যে কেউ স্বীকার না করে পারবেন না যে, আদমের বংশধরের মধ্যে পাপী ও পুন্যবান উভয় শ্রেণীর লোকই আছে। তাদের সকলেই পাপী নয়। এই সত্য একবার গৃহীত হলে খৃষ্টান ধর্ম অলীক ও বাতিল প্রমাণিত হবে। প্রায়শ্চিত্তবাদের গোটা সৌধটাই ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

(২) খোদা নবীদেরকে পাঠিয়েছেন পুণ্যের মডেল বা আদর্শ রূপে মানুষকে শিক্ষা-দানের জন্যে। লিখিত আছে,-"তথাপি বহু বৎসর যাবৎ তুমি তাহাদের ব্যবহার সহ্য করিলে তোমার ভাববাদীগণের দ্বারা তোমার আত্মা কর্তৃক, তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে।" (নহি-৯ : ১৩)

এমন কোনো ভাববাদীকে কি মানুষের জন্য আদর্শ এবং অভিভাবকরূপে মেনে নেওয়া যাবে, যিনি স্বয়ং পাপকর্মে ব্রতী হবেন? তাঁর পতন তো তাঁর দায়িত্বের পরিপন্থী। যে কোনো থিওরী বা মতবাদ যা নবীদেরকে অসৎ বলতে প্রয়াসী তা প্রত্যাখ্যান যোগ্য। তাঁদের বিরুদ্ধে পাপের অভিযোগ মিথ্যা, এবং মিথ্যা বলেই তাকে ঘোষণা করতে হবে।

(৩) পবিত্র বাইবেল এমন বিপুল সংখ্যক ধার্মিক ও পবিত্র মানুষ সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে—যাঁরা সর্বদাই আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগত ছিলেন এবং তাঁর আদেশ ও নির্দেশ মোতাবেক জীবন-যাপন করেছেন। তাঁরা কখনই বিদ্রোহ করেন নি। তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে বলছি :

যোহন (ইয়াহইয়া) তাঁর 'পরে শান্তি।

সুসমাচারে (বাপ্তাইজক) বাপটিষ্ট যোহন সম্পর্কে বলা আছে যে, "তিনি ছিলেন সাধু ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী।" বলা আছে : "কারণ তিনি প্রভুর সম্মুখে মহান হইবেন, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবেন না, আর তিনি মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবেন।" —(লুক—১ : ১৫)

"পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে এবং আত্মায় বলবান হইতে লাগিল ; আর সে যতদিন ইস্রায়েলের নিকটে প্রকাশিত না হইল, ততদিন প্রান্তরে ছিল।" লুক—১:৮০)

"হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র লোক জানিয়া ভয় করিতেন ও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন।" (মার্ক—৬ : ২০)

"তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইলেন, ও প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন এবং পাপ-মোচনের জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।" (মার্ক—১ : ৪)

"আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই।" (মথি—১১:১১)

"কারণ যোহন আসিয়া ভোজন পান করেন নাই ; তাহাতে লোকে বলে, সে ভূতগ্রস্ত মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করেন ; তাহাতে লোকে বলে, ঐ দেখ, একজন পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীদের ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা নিজ কর্মসমূহ দ্বারা নির্দোষ বলিয়া গনিত হয়।" (মথি ১১ : ১৮-১৯)

"ঈশ্বরের বাণী প্রান্তরে জাকারিয়ার পুত্র যোহনের নিকট আসিল " (লুক ৩ : ২) এই সকল শ্লোকে যোহনকে সকল প্রকার পাপ ও অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একজন মহান ও গৌরবান্বিত মানুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালার হাত ছিল তাঁর উপরে। তিনি ছিলেন আল্লাহর বাণীর প্রাপক। মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ। পাপী ও অপবিত্র লোকদেরকে অনুতাপের বাপ্তিস্ম দ্বারা বাপ্তাই-জকারী। স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এমন একজন মানুষ কি নৈতিকভাবে পতিত হতে পারেন? কোনো সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন খৃষ্টানই ভাবতে পারবেন না যে, যোহন খারাপ লোক ছিলেন। বিশেষতঃ যখন তিনি মনে করবেন যে, যীশু

স্বয়ং যোহন কতৃক বিশেষভাবে স্নাত বা বাপ্তাইজকৃত হয়েছিলেন। আমি সকল খ্রীষ্টানকে এই চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তারা পারলে বাইবেল থেকে প্রমাণ করুণ যে, যোহনের কোনো দোষ ছিল।

আদমপুত্র হাবেল (হেবল)

আদমের ঔরসজাত হাবেল ছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৎ ও পবিত্র। তিনি পাপ করেন নি। সুসমাচারে আছে :

"হেন পৃথিবীতে যত ধার্মিক লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত তোমাদের উপরে বর্তে; ধার্মিক হেবলের রক্তপাত অবধি, এবং বরখিয়ের পুত্র জাকারিয়াকে (সখরিয়া) তোমরা মন্দিরের ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে বধ করিয়াছিলে, তাঁহার রক্তপাত পর্যন্ত।"
(মথি—২৩ : ৩৫)

"বিশ্বাসে হেবল (হাবেল) ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িন (কাবেল) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উৎসর্গ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা তাহার পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি ধার্মিক ; ঈশ্বর তাঁহার উপহারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।" (ইব্রীয়-১১ : ৪)

"কয়িন (কাবেল) যেমন সেই পাপাত্মার লোক, এবং আপণ ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিল, তেমন যেন না হই। আর সে কেন তাঁহাকে বধ করিয়াছিল? কারণ, তাহার নিজের কার্য মন্দ, কিন্তু তাহার ভ্রাতার কার্য ধর্মানুযায়ী ছিল।" (১ যোহন-৩ : ১২)

ভাববাদী দানিয়েল

ভাববাদী দানিয়েল ছিলেন সকল প্রকার অধার্মিকতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর পবিত্রতার প্রমাণাদিতে বাইবেল ভরপুর। দানিয়েলের প্রশংসায় রাজা নবুকাদনেজার :

"যাঁহার (দানিয়েল) অন্তরে পবিত্র দেবগণের আত্মা।" (দানি—৪ : ৮)

"তখন অধ্যক্ষেরা ও ক্ষিতিপালেরা রাজকর্মের বিষয়ে দানিয়েলের দোষ ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন দোষ বা অপরাধ পাইলেন না ; কেননা, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, তাঁহার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি কিম্বা অপরাধ পাওয়া গেল না।" (দানি —৬ : ৪)

দানিয়েল রাজাকে কহিলেন : হে রাজন্, চিরজীবী হউন। আমার ঈশ্বর আপণ দূত পাঠাইয়া সিংহগণের মুখ বন্ধ করিয়াছেন, তাহারা আমার হিংসা করে নাই ; কেননা তাঁহার সাক্ষাতে আমার নির্দোষিতা লক্ষিত হইল এবং হে রাজন, আপনার সাক্ষাতেও আমি অপরাধ করি নাই।" (দানি—৬ : ২১-২২)

* *

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূলঃ *হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২৯)

পঞ্চম যুক্তি-প্রমাণ ঃ

পূনর্জাগরণ ও সংস্কারমূলক কার্যাবলী :

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর সত্যতার পঞ্চম দলিল বা যুক্তি এই যে, তিনি ইসলামের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ঠিক সেইভাবে করেছেন যেভাবে সংস্কার করার ভার প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদীর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছিল। এই দলীল প্রমাণ করছে যে, তিনিই প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী (আঃ)।

একটা নির্ধারিত সময়েই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের কথা ছিল। তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ ছিল অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় প্রতিপন্ন করা (এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি)। কিন্তু শুধু ইসলামী বিজয় প্রতিপন্ন করাই নয়, আরো অনেক বেশী কাজ তাঁর আগমনের সঙ্গে ওতঃপ্রতভাবে জড়িত। তাঁর আর একটি প্রধান কাজ এও নির্ধারিত ছিল যে, তিনি মুসলমানদের অধঃপতিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি সাধন করবেন এবং তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার পরিবর্তে এক মহা পূনর্জাগরণের সৃষ্টি করবেন। প্রকৃতপক্ষে এই আভ্যন্তরীণ পূনর্জাগরণ ও সংস্কারমূলক কর্মপদ্ধতি ব্যতিত অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় প্রতিপন্ন করার দাবী অপূর্ণতার পরিচায়ক।

ইসলামের অনেকগুলো মৌল বিষয় সম্পর্কিত প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। অনেক মৌলিক বিষয়ের আসল অর্থ বিস্মৃতির আবরনে ঢাকা পড়েছিল। মনে হচ্ছিল যে, ইসলামের সেই সুবর্ণ যুগ—যার গৌরবোজ্জল রূপ দেখে ইসলামের শত্রুরাও ঈর্ষাবোধ করতো আজ তা অবলুপ্ত। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين—(রুবামা ইয়া ওয়াদ্দুল লাযীনা কাফারু লাও কানু মুসলেমীন)

অর্থঃ—প্রায়শঃই অবিশ্বাসীরা ইচ্ছা পোষণ করবে যে, (হায়!) তারা যদি মুসলমান হতো।" (সুরা হিজর : ১ম রুকু)।

কিন্তু এই কথা আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বেকার অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল—এখনকার অবিশ্বাসীদের জন্য নয়। এখন তো ইসলাম অবিশ্বাসী কাফেরদের দ্বারা উপহাসিত এবং বিশ্বাসীরাও ইসলাম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বাসীগণ ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ কুরবানী পেশ করতে প্রস্তুত নয়। এ ছাড়া আরো কতক মুসলমান এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকা দেওয়ার জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কুরবানীর স্পৃহা ও আন্তরিকতার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং তাদের কুরবানীর ঘটনা-জনিত ইতিবৃত্ত সত্যসত্যই সংঘটিত হয়েছিল কিনা—এরূপ সন্দেহও পোষণ করে।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামের পবিত্রকরণ শক্তির বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। শুধু ইতিহাসের পাতায় নয়, এই ধরণের দৃষ্টান্ত সত্যিকার মুসলমানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্যেও লক্ষ্যনীয় এবং এরূপ ঘটনা পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন মুসলমানগণ সত্যিকার অর্থে মুসলমান ছিলেন, তখন তাঁরা ছিলেন একান্তভাবে উদ্যমী, উন্নতিশীল এবং প্রবল শক্তির অধিকারী। অবশ্য একথার অর্থ এ নয় যে, এখন আর কোন ব্যক্তি ইসলামের অনুশীলন করেন না। মুসলমানগণ এখনও ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ ও অনুশীলন করেন ঠিকই—কিন্তু ইসলামী শিক্ষা বলতে নিজ ইচ্ছামাফিক ধ্যান-ধারণা এবং অনুশীলন বলতে এমন কিছু বিষয়কে বুঝায়, যেগুলোকে তারা নিজেরা অবশ্য করণীয় বলে মনে করে থাকেন। (ইসলামের নামে তাদের ভ্রান্তিযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচলন সম্বন্ধে পরে দৃষ্টান্ত পেশ করা হবে।) এমনকি ইসলামের জন্য তারা জীবন কুরবানী করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। কিন্তু তথাপি তাঁরা নিজেদের জন্যই হোক অথবা ইসলামের জন্যই হোক উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারছেন না। এর অর্থ এই যে, এখনকার মুসলমানদের মনে ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত যে সকল ধ্যান-ধারণা ও প্রচলন রয়েছে, সেগুলো ভ্রান্তিযুক্ত। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এ অবস্থা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

يا تى على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه و لا يبقى من القرآن الا رسمه

(ইয়াতি আলান্নাসে যামানুন লা ইয়াবকা মিনাল ইসলামে ইল্লা ইসমুহু ওয়ালা ইয়াবকা মিনাল কুরআনে ইলা রসমুহু)

অর্থ :—মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। (মেশকাত, কেতাবুল ঈমান)।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত যমানা এসে গিয়েছে। ইসলামের শুধু বাহ্যিক অনুশীলনই প্রচলিত রয়ে গিয়েছে, পক্ষান্তরে ইহার মর্মার্থ বিদায় নিয়েছে। এ কারণেই আজকে যে ইসলামের কথা বলা হয়, এবং অনুশীলন করতে দেখা যায় তা সেই ফল দানে ব্যর্থ হয়েছে যা এক সময় সুনিশ্চিতরূপে ফলদায়ক ছিল।

এ কথা সত্য যে, অমুসলিমগণ ইসলামের বিলুপ্ত গৌরব দেখেও আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। এই ধরণের অমুসলিমের সংখ্যা খুবই অল্প এবং তাঁরা আন্তরিকভাবে অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ। সামগ্রিকভাবে ইসলাম উহার সত্যিকার তথা মৌল আকর্ষণীয় আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইসলামের এই অবস্থা সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন :

تفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الا واحدة

(তাফতারেকু উম্মাতি আলা ছালাছেন ওয়া সাবয়ীনা মিল্লাতানা কুল্লুহুম ফিন্নারে ইল্লা ওয়াহেদাতান)। অর্থ :—এমন এক যামানা আসবে, যখন আমার উম্মত ৭৩টি ফেরকায় (সম্প্রদায়ে) বিভক্ত হয়ে যাবে, যাদের মধ্যে একটি ব্যতিত সবগুলিই দোযখে যাবে। (মিশ্‌কাত—তিরমিযির বরাত অনুযায়ী)। হযরত রসুল করীম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সেই সম্প্রদায়টির পরিচয় কি হবে। তখন তিনি বল্লেন : قال ما انا عليه واصحابى (কালা মা আনা আলাইহে ওয়া আসহাবী)। অর্থ:—তিনি বল্লেন : সেই সকল লোক এই সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে যারা আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের অনুকরন করবে। (রেফারেন্স : পূর্বোক্ত হাদিস)।

অতঃপর তিনি পুনঃ বল্লেন : "ইয়া আইয়ুহান্নাসু খুজু মিনাল ইলমে কাবলা আঁই ইউকাবজাল ইলমু। অর্থ :—হে লোক সকল! জ্ঞান আহরণ কর পাছে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে না যায়।" এই পর্যায়ে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : তাঁহাদের সঙ্গে পবিত্র কুরআন থাকা সত্বেও কিভাবে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে?

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বল্লেন : "ফা কালা আয়ী ওয়া হাজাল ইয়হুদু ওয়ান নাসারা বাইনা আজহুরেহিমুল মুসাহেফু লাম হউসবেহু ইয়াতায়াল্লাকুনা বিল হারফে মিম্মা জায়াত বেহী আম্বিয়াহুম আলা ওয়া আন্না জাহাবলে ইলমে আঁই ইয়ুজহাবা হামালাতাহু ছালাছা মাররাতেন।"

অর্থ :—যেভাবে অতীতে বিলুপ্ত হয়েছে। ইহুদী এবং খৃষ্টানদের লক্ষ্য কর। তাদের সঙ্গে তাদের পুস্তকাবলী রয়েছে, কিন্তু এতদসত্বেও তাদের নবীগণ আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে যে

সকল শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো সম্বন্ধে তারা সঠিকভাবে। জ্ঞাত নহে। "জ্ঞান তখনই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, যখন পৃথিবী থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বিলুপ্তি হয়।" শেষোক্ত বাক্যটি হযরত রসুল করীম (সাঃ) পর পর তিনবার উল্লেখ করেছেন। এগুলো হাদীসের থেকে উৎকলিত উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিগুলো হতে ইহা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের জন্য এক মহা-সংকটময় মুহূর্তের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল। সেই প্রতিশ্রুত কালে প্রকৃত জ্ঞানের বিলুপ্তি-জনিত নিদর্শন থাকার কথা ছিল। এই সব অবস্থা সত্বেও মুসলমানদের মধ্যে একটি দল এমন হবে যে, সেই দলটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের দৃষ্টান্ত ও আদর্শ অনুসরণে গভীর আন্তরিকতার পরিচয় দিবে। হযরত রসুল করীম (সাঃ-এর অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই দলটি হবে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দল। আজ মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকা ও দলের মধ্যে একমাত্র হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অনুসারীগণই আল্লাহ্‌র এক বান্দার জীবন প্রদায়ী, শক্তি ও আলোক-দানকারী আদর্শের সন্ধান পেয়েছে। শুধু তারাই রক্ত-মাংসের তৈরী একজন মানুষের মধ্যে এক আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীকে লাভ করেছে। একমাত্র তারাই তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবিত হতে পেরেছে। ইসলামের পূনর্জীবন এবং আভ্যন্তরীণ জীবনে জ্ঞানালোকের পুনরুদ্ধার প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লারই এক মহা প্রতিশ্রুত বিষয়—যে প্রতিশ্রুতি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হওয়ার কথা। সুতরাং প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (অঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল—বিগত শতাব্দী গুলোতে ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট বিকৃতিগুলি দূর করে ইসলামের আসল রূপ পুনরুদ্ধার করা যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে পরিদৃশ্যমান ছিল। এই বিষয়ের প্রেক্ষিতে স্বভাবিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত মীর্যা সাহেব অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী (আঃ) এ সম্বন্ধে কি কি কাজ করেছেন? এখন আমরা এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করবো। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াত ুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক)

বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

---

০ মোহাম্মাদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দ্বীপ্তি
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।(আল-ফজল, তাং ৬/৫/৭৮ ইং)
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্বা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ।।
['ফারসী দুররে সমীন' —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

যীশুর কবরে

হযরত ইয়াকুব (আঃ) বা ইসরাইলের বারজন পুত্রসন্তান ছিল। এই বারজন পুত্রর সন্তানেরা বারটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে পরবর্তী কালে "ইস্রায়েলের দ্বাদশ গোত্র" নামে পরিচিত হয়। এরা প্যালেষ্টাইনে অবস্থান কালে বাবিলরাজ নবুকদ নজর, শালমানেসর রাজা কর্তৃক বার বার আক্রান্ত হয়ে প্রাণের ভয়ে নানা দিকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে বন্দীকরে মিডিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীকালে এদের দু'টি গোত্র কোন রকমে প্যালেষ্টাইনে গিয়ে পুনরায় বসতি স্থাপন করে অবশিষ্ট দশটি গোত্র নাসিবিনের পথ ধরে ইরানের উপর দিয়ে আফগানিস্তান, লাদাখ এবং কাশ্মীরে এসে বসতি স্থাপন করে। ঐতিহাসিক গবেষনায় কাশ্মীরের অধিবাসীরা যে মূলতঃ ইস্রায়লীয় তা অতিস্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত। এখানে হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। "ইহা অতি স্পষ্ট যে, দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইহুদীগণ সিরিয়া থেকে এখানে আগমন করে ছিল। তাদের ভাষা ছিল হিব্রু, যার প্রভাব আজও কাশ্মীরী ভাষাতে বিদ্যমান। কথিত আছে যে, তারা কাশ্মীরকে সিরিয়ার অনুরূপ দেখতে পেয়ে এর নামকরণ করে 'কাশীর'; অর্থাৎ সিরিয়ার মত। 'কা' (মত) 'শীর' (সিরিয়া) (কাশ্মীরী জবান আওর শায়েরী, আব্দুল আহাদ আজাদ কৃত, ভলিয়ম ১, পৃষ্ঠা ১০, জম্মু এণ্ড কাশ্মীর একাডেমী অব আর্ট-কালচার এণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্রকাশিত)। "Kashmiries are of the lost tribes of Israel (Kashir, Vol, 1, page 16, University of Panjab press, Lahore). "কাশ্মীরে মালিক গোত্রের লোকই অধিক। এরা বনিইস্রায়লীয়" (আকওয়ামে কাশ্মীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯)। "কাশ্মীরীরা ইস্রায়েলের বংশধর" (তারিখে হাসমত, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত)। খাজা হাসান নিজামী (নিজামুদ্দীন আওলিয়ার বংশধর) বলেছেন, "আমি স্থির নিশ্চিত যে, বনিইস্রাইল এদেশে (কাশ্মীর) এসেছিল এবং এখানকার জনগণ তাদেরই বংশধর" (দরবেশ, দিল্লী, ভলিয়ম—৭, নং ৬, ১৫/৯/২৬। "এখানে (কাশ্মীর) মুসা নামটি খুবই প্রিয়, এবং কতিপয় প্রাচীন সৌধ এমন আছে যাদ্বারা এদেরকে ইস্রায়লীয় বলেই প্রমাণ করে।" (Ancient Monument of Kashmir Page-75. by R. C. Kak) "The inhabitents of Kashmir to the north west frontier and of Kashmir are "very Jewish." (History of Pre-

Musalman India vol. I, Page. 367, by v. Rangacharya), "There are however many marks of Judaism to be found in this country... the inhabitants in the frontier villages struck me as resembling Jews ..... The Jewish appearance of these villagers having being remarked by our Father, the Jesuit and some other Europeans long before I visited Kashmir" (Bernier Travels in the Mughal Empire, Journey to Kashmir, The paradise of the Indians, Page 430-432). Sir William Jones, Sir John Malcolm and the missing chamberlain after full inastigation, were of the opinion that the Ten Trib s migrated to India Thibbet and Cashemire through Afganistan (The Lost Tribes Page-151, by George Moor)

"On first seeing the Kashmirians.....I emagined.....that I had come among a nation of Jews (Letters on A Journey From Bengal to England vol. 11, 20 by George Forester). "The natives of Kashmir are of a tall, robust frame of body, with manly features, the women full formed and handsome with aquiline noses and features resembling the Jews (Dictionary of Geograply, Art. Kashmir, Page-250 by Dr. Keith Johnston). The Kashmiries are descendents of the Jews (General History of the Moghul Empire. Page 195'. খৃষ্টান মিশনারী C. E. Tyndad Bisco তাঁর পুস্তক "Kashmir in Sunlight and shade"-এ লিখিছেন, "The Kashmiries belong to the lost tribes of Israel (Page-153) "..... that these Kashmiries are lost tribes of Isreal and certainly as I have already said, there are real Biblical types to be seen everywhere in Kashmir (Sir Francis Youghusband. Kashmir, page-107, 112 .

অতএব, কাশ্মীরীরা যে বনিইস্র য়লীয় তাতে আর কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

(ক্রমশঃ)

—আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী

হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ইউরোপ সফর কালের কল্যাণময় কর্মতৎপরতা

লণ্ডনে আন্তর্জাতিক কনফা রন্সে ঐতিহাসিক ভাষণ দান ব্যতীত পঃ জার্মানী, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড-এর মিশন সমূহ পরিদর্শন ও হাজার হাজার আহমদী মুসলিম ও অমুসলিম ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সাক্ষাৎ দান ও অমূল্য নসীহত এবং তাঁহার সম্মানে আয়োজিত বিভিন্ন সভায় গণ্যমান্য উচ্চশিক্ষিত অমুসলিম মহলে সারগর্ভ ও হৃদয়-গ্রাহী ভাষণ সমূহের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার।

হ্যাগে চৌদ্দ জন ব্যক্তির ইসলামে বয়েত (দীক্ষা) গ্রহণ।

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরকালে ১১ই মে হইতে ৩০শে মে পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফার্ট (পঃ জার্মানী), জিউরিখ (সুইজারল্যাণ্ড) এবং হ্যাগে (হল্যাণ্ড) অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম মিশন সমূহ পরিদর্শন করেন এবং উক্ত তিনটি দেশের এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলি হইতে আগত আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে গভীর প্রীতি ও আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ সাক্ষাৎ দান ও তাহাদিগকে সারগর্ভ তত্ত্বজ্ঞান এবং দ্বীনি ও জামাতী জিম্মাদারী সমূহ পালন প্রসঙ্গে অমূল্য নসিহতের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। তেমনিভাবে উক্ত প্রচারকেন্দ্র সমূহের ইনচার্জ মুবাল্লেগগণকে ইসলাম প্রচার ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত ও কার্যকরী এবং ত্বরান্বিত করারক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত ও নির্দেশাবলী দান করেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভা ও বিশেষ সাক্ষাৎকারে বহু অমুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদিগের নিকট অপূর্ব সাফল্যের সহিত ইসলামের বাণী প্রচার করেন। আল্লাহতায়ালার ফজলে হ্যাগে কয়েকঘন্টা ব্যাপী তাঁহার সাক্ষাৎকার অব্যাহত থাকে। সেই সময় সেখানে ১৪ জন নূতন ব্যক্তি হুজুর আকদ'সের হাতে বয়েত করিয়া সেলসেলা আহমদীয়াতে দাখেল হন। আল-হামদুলিল্লাহ্। আল-ফজলে প্রকাশিত বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী উক্ত সফরকালে হুজুরের জুমার খুৎবা, বক্তৃতা এবং সাক্ষাৎকার, জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ও নসীহত ইত্যাদি আহমদীর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে। ইনসাআল্লাহ্।

লণ্ডনে হুজুরের আগমন :

হুজুর (আইঃ) ৩১শে মে ঘানা হইতে সকালবেলা বিমানযোগে রওয়ানা হইয়া ১৯ টার সময় লণ্ডনের হিথ্রু বিমান ঘাটিতে অবতরণ করিলে লণ্ডন মস্কের ইমাম মুকাররম বশির আহ্‌মদ রফিক খান আগে বাড়িয়া তাঁহাকে অভ্যার্থনা জ্ঞাপনের সৌভাগ্য লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত, সেখানে রেডিও, টেলিভিশনের প্রায় এক ডজন প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফারও উপস্থিত ছিলেন. তাঁহারাও হুজুরকে খোশ আমদেদ জানান এবং হুজুরের আগমনের বহু ফটো তোলেন। জনাব রফিক সাহেব সমবিভাহারে হুজুর ভি আই পি লাঞ্জে গমন করেন। সেখানে গেম্বিয়ার (পঃ আফ্রিকা) হাই কমিশনার হিজ এক্সেলেন্সি আবুবকর জ্যানে, হযরত চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, মোহতারম প্রফেসার ডঃ আব্দুস সালাম, ইংল্যাণ্ডের মুবাল্লেগগণ এবং ইংল্যণ্ড জামাতের বিশিষ্ট ভ্রাতাগণ হুজুরকে সাদর সম্ভাসন জ্ঞাপন এবং হুজুরের খেদমতে 'আহ্‌লান ও সাহ্‌লান ও মারহাবা' আরজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তেমনিভাবে ইংল্যাণ্ডের লাজনা এমাউল্লার কর্মকর্তাগণ হযরত সৈয়দা বেগম সাহেবা (মুদ্দাজিল্লুহাল আ'লী)-কে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তির সহিত খোশআমদেদ জ্ঞাপন করেন। ভি আই পি লঞ্জে এসোসিয়েটিড প্রেসের প্রতিনিধিবর্গও হুজুর (আইঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ইন্টর্ভিউ স্বরূপ হুজুরের আগমন উদ্দেশ্যেএবং লণ্ডন কনফারেন্স সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। হুজুর সে সকল প্রশ্নের জবাব দান করেন।

হুজুর হিথ্রু এয়ার পোর্ট হইতে কাফিলার আকারে মোটর ক'র যে গে লণ্ডন মিশন হাউস অভিমুখে যখন রওয়ানা হন, তখন আঠার মাইল ব্যাপী দীর্ঘ পথে বিভিন্ন স্থানে ইংলণ্ডের আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ বিভিন্ন গ্রুপ আকারে হুজুরের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। যখনই হুজুরের গাড়ী অন্যান্য গাড়ী সহকারে তাঁহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিত, তখনই তাঁহারা 'আস-সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহে ও বারাকাতুহু' বলিয়া নারা তাকবীর উচ্চারণ করিয়া হুজুরকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেন। হুজুর সস্নেহে হাত নাড়িয়া তাঁহাদের আন্তরিক সম্ভাষণের জবাব দিতে দিতে একটার সময় আহমদীয়া মিশন হাউসে পৌঁছান। সেখানে জগৎ ব্যাপী বিভিন্ন দেশ হইতে আগত এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক আহ্‌মদী প্রতিনিধি (যাঁহারা মসীহর ক্রুশ হইতে নাজাত বিষয়ে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নিজ নিজ দেশ হইতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে বাংলাদেশ হইতে মহতারম আমীর সাহেব ও জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেবও কিছুক্ষণ পূর্বে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন) তাঁহারা সকলেই হুজুর আকদাসকে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা, প্রেম ও ভক্তি সহকারে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের সৌভাগ্য অর্জন করেন। হুজুর সকলকে মুসাফাহা দান করেন এবং তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলেন, তাহাদের স্ব স্ব জামাতের ভ্রাতা ভগ্নিদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ফোটগ্রাফারগণ অভূতপূর্ব ভক্তিপ্লুত সম্ভাষণের এই হৃদয়গ্রাহ দৃশ্যের বহু ফটো তোলেন।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

ইংলণ্ড জামাত আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে "হযরত মসীহ্‌র ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ" বিষয়ে

লণ্ডনে তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সমাপ্তি অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ে দেড় ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ দান করেন।

মরিশাস, গেম্বিয়া, লাইবেরিয়া, ঘানা ও সিয়েরালিওনের মহামান্য হাই কমিশনারগণ এবং লণ্ডনের বিশিষ্ট গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও ইসরাইলীয় বার গোত্রের ১২ জন প্রতিনিধির যোগদান

কনফারেন্স অনুষ্ঠানে বৃটিশ চার্চের তীব্র উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ

বৃটিশ কাউন্সিল অফ চার্চেস-এর পক্ষ হইতে আলোচ্য বিষয়ের উপর কনফারেন্স নয়, ঘরোয়া আলাপ আলোচনার প্রস্তাব

চার্চের প্রস্তাব গ্রহণ পূর্বক জামাত আহমদীয়ার খালফা সালেস (আইঃ)-এর সমাপনী ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষনা

দৈনিক আল-ফজল, লণ্ডনের বিভিন্ন পত্রিকা এবং মহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেরিত পত্রের বিবরণী অনুযায়ী, ইংলণ্ডের জামাত আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত "হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ" বিষয়ে লণ্ডনের কমন ওয়েলথ্‌ ইন্সটিটিউট অডিটরিয়মে ২রা জুন তারিখে যে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমে ৩ দিন ব্যাপী সাফল্যের সহিত অব্যহত থাকিয়া ৪ঠা জুন ১৯৭৮ ইং তারিখে অত্যন্ত কমিয়াবীর সহিত জাঁকজমকপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সমাপ্ত হয়। আল-হামদু লিল্লাহ্‌।

আন্তর্জাতিক জামাত আহ্‌মদীয়ার রুহানী ইমাম (প্রধান) সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) স্বয়ং এই কনফারেন্সের সমাপ্তি অধিবেশনে যোগদান করিয়া ইংরেজী ভাষায় দেড় ঘন্টা ব্যাপী সমাপনী ভাষণ দান করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে ২ হ'জারেরও অধিক শ্রোতা যোগদান করেন, যাহাদের মধ্যে ছিলেন জগৎব্যাপী আহ্‌মদীয়া জামাতসমূহের প্রতিনিধিবর্গ ব্যতীত মরিশাস, গেম্বিয়া, লাইবেরিয়া, ঘানা ও সিয়েরালিওনের সম্মানীয় হাই কমিশনার, লণ্ডন শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ইস্রায়লীয় (ইহুদী) বার গোত্রের নির্বাচিত ১২ জন প্রতিনিধি এবং খ্যাতনামা স্কলারগণ। অধিবেশনে শত শত গয়ের আহ্‌মদী ও খৃষ্টান উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও আলোচ্য বিষয়ে হুজুর (আইঃ) এর সারগর্ভ ভাষণে অনুপ্রাণিত হন।

উক্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠানে বৃটিশ চার্চে বেশ আলোড়ন ও হতাশব্যঞ্জক লক্ষণ দৃশ্যমান হয়। সুতরাং বৃটিশ কাউন্সেল অফ চার্চেস-এর পক্ষ হইতে এই উপলক্ষে একটি প্রেস রিলিজ জারী করা হয়, যাহার মধ্যে জামাত আহ্‌মদীয়াকে আলোচ্য বিষয়ে কনফারেন্স নয়, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার আহ্বান জানাইয়া, প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে। কনফারেন্সের সমাপ্তি অধিবেশনে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ স্যালেস (আইঃ) এর ভাষণের শেষ পর্যায়ে মহতারম চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান, সাবেক প্রেসিডেন্ট ইন্টারন্যাশনেল কোর্ট অফ জাষ্টিস, বৃটিশ কাউন্সিল অফ চার্চেসের জারীকৃত প্রেস রিলিজের ভাষা পাঠ করিয়া শুনান। উহার জবাবে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আন্তর্জাতিক জামাত আহ্‌মদীয়ার রুহানী ইমাম (প্রধান) হিসাবে সংক্ষিপ্ত ভাবে অত্যন্ত সারগর্ভ এবং গুরুত্বপুর্ণ ঘোষণা করেন, যাহার শেষ ভাগে তিনি বলেন যে, আমরা বৃটিশ কাউন্সিল অফ চার্চেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব ও আহ্বানকে গ্রহণ করিতেছি, এবং এই প্রকারের আলোচনার জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চকেও দাওয়াত জানাইতেছি, এবং প্রস্তাব করিতেছি যে, পারস্পারিক আলোচনার এই সভাগুলি লণ্ডন, রোম, পশ্চিম আফ্রিকার কোন এক রাজধানী এবং এসিয়ার কোন এক রাজধানী তেমনিভাবে যুক্ত রাষ্ট্র আমেরিকায় উভয় পক্ষের মঞ্জুরীকৃত তারিখ ও শর্ত অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হউক।

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় সমস্ত অডিটরিয়াম শ্রোতামণ্ডলীর না'রা তকবীরে ধ্বনিত ও গুঞ্জারিত হইয়া উঠে। আল-হামদুলিল্লাহ্ ছুম্মা আল-হামদুলিল্লাহ্।

পরিশেষে ইমাম লণ্ডন মসজিদ, জনাব মৌঃ বশীর আহমদ খান রফিক সাহেব, কনফারেন্সের কনভিনার হিসাবে বিশেষ ভাবে এজন্য খুশী ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুগ্রহ পুর্বক তাঁহাদের দরখাস্ত কবুল করিয়া স্বয়ং যোগদান করেন এবং জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপুর্ণ ভাষণ দান করিয়া কনফারেন্সকে বরকত ও কল্যাণমণ্ডিত করেন। তিনি কনফারেন্সের সকল বক্তা, বিদেশ হইতে আগত সকল মেহমান প্রতিনিধি ও শ্রোতৃবর্গ এবং কমন ওয়েলথ ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থাপক-গণেরও বিশেষভাবে শোকরিয়া আদায় করেন।

—আহ্‌মদ সাদেকমাহমুদ

শতবার্ষিকা আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহান'ল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীরা জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar